মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৬৮৩

পর্ব-১১: হজ্জ (كتاب المناسك)

পরিচ্ছেদঃ ১১. প্রথম অনুচ্ছেদ - ইহরাম অবস্থায় যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

আরবী

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
قَالَ الشيخُ الإِمَام يحيى السّنة: وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَال بسرف فِي طَرِيق مَكَّة

বাংলা

২৬৮৩-[৬] উম্মুল মু’মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর ভাগিনা ইয়াযীদ ইবনু আসম (রহঃ) তাঁর খালা মায়মূনাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মূনাহ্ (রাঃ)-কে হালাল অবস্থায় (ইহরাম অবস্থায় নয়) বিয়ে করেছিলেন। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ১৪১১, তিরমিযী ৮৪৫, ইবনু মাজাহ ১৯৬৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২৯৭১, মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৫, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৭৯৮, সুনানুল কুবরা লিল হাকিম ৯১৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৩৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ) তার পূর্ণনাম ইয়াযীদ বিন আল আসম বিন ‘উবায়দ বিন মু‘আবিয়াহ্ বিন ‘উবাদাহ্ বিন আল বাক্কা আসম-এর নাম হলো ‘আমর এবং আবূ ‘আওফ আল বাকাঈ আল কূফী। তাকে তার খালা উম্মুল মু’মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ) লালন-পালন করেন, তার মাতার নাম বারযাহ বিনতু হারিস মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর বোন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, তিনি সিক্বাহ রাবী মধ্যস্তরের তাবি‘ঈ ১০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ

করেন ‘আল্লামা আল ওয়াকীদী বলেন, তিনি ৭৩ বছরের জীবন পেয়েছিলেন।

(تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ) অর্থাৎ- মুহরিম অবস্থা ব্যতীত বিবাহ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ইহরাম বাঁধার পূর্বে বিবাহ করেছেন এমনটাই বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক (রহঃ) রবী‘আহ্ থেকে, রবী‘আহ্ সুলায়মান বিন ইয়াসার থেকে তবে বর্ণনাটি ‘‘মুরসাল’’। সে হাদীসে পাওয়া যায় বিবাহ হয়েছিল মদীনায়, আবার কেউ বলেছেন বিবাহ হয়েছিল ‘উমরা থেকে হালাল হওয়ার পর মক্কায় অথবা সারিফ নামক স্থানে, যাই হোক না কেন হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসের বিপরীত।

যারা ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বৈধ বলেন, তারা মূলত দু’ভাবে তা বলে থাকেন।

১। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস থেকে ইয়াযীদ বিন আসম (রাঃ)-এর হাদীসের উপর প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে আর এ প্রাধান্যটি কয়েকটি কারণে হতে পারে।

(ক) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস যেহেতু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের বর্ণনা, তাই সেটা সানাদগত দিক থেকে বেশি শক্তিশালী। অপরদিকে ইয়াযীদ বিন আসম সহ অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীস এমনটি নয়, কারণ সেটা ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেননি। এর উত্তর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে আর তা হলো যদিও ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস মুত্তাফাক্ব ‘আলায়হি হওয়ার কারণে হাদীসটি বিশুদ্ধতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে ঠিক কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সেটা ইয়াযীদ বিন আসমসহ অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের উপরে উঠে গেছে ও মায়মূনাহ্ (রাঃ) যারা এ ঘটনার বাস্তবসাক্ষী তাদের কথাই এখানে প্রাধান্য পাবে।

(খ) ইয়াযীদ বিন আসম-এর তুলনায় ইবনু ‘আব্বাস অনেক অনেক বেশি (সিক্বাহ্) নির্ভরযোগ্য, তাই ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসই প্রাধান্য পাবে।

(গ) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি অতিরিক্ত একটি বিষয়কে সাব্যস্ত করে। আর তা হলো ইহরাম অবস্থায়। ইবনু আসম এর হাদীসটি ইহরাম অবস্থার বিপরীত। আরো প্রকাশ থাকে যে, ইতিবাচক হাদীসটি নেতিবাচক হাদীসটির উপর প্রাধান্য পাবে।

(ঘ) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি মুহকাম। এতে ন্যূনতম কোন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। যেমনটি ইবনু আসম এর হাদীসটি রাখে। ইবনু আসম এর বর্ণিত হাদীসটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, যাতে বিবাহের খুতবাহ্ ও বিবাহের বিষয়টি প্রকাশ পায় হালাল অবস্থায়। অর্থাৎ- মক্কা থেকে মদীনায় ফেরার পথে সারিফ নামক স্থানে।

(ঙ) বিবাহের বিষয়টির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর ওপর। আর ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) ছিলেন এই বিবাহের ওয়াকীল বা অভিভাবক। আর ওয়াকীলই বেশী জানে মু’কাল থেকে। অর্থাৎ- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) ছিলেন এই বিবাহের প্রত্যক্ষদর্শী যে, বিবাহ হালাল অবস্থায় হয়েছিল নাকি, হারাম অবস্থায় হয়েছিল।

(চ) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি ক্বিয়াস সমর্থিত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বিবাহের বন্ধনটি ছিল অন্যান্য সকল মানুষের বিবাহের বন্ধনের মতই।

২। যারা বলেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বৈধ এবং ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস -এর হাদীসটিকে ইবনু আসম -এর হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তাদের দ্বিতীয় মতঃ ইবনু আসম এর হাদীসের মধ্যে النكاح والتزويج “নিকাহ ও তাযবীজ” শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহবাস বা মিলন বিবাহের বন্ধন উদ্দেশে নয়।

‘আল্লামা মুল্লা ‘আলী কারী (রহঃ) বলেনঃ “তাযবীজ” শব্দ দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য।

এজন্য দেখা যায় এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ‘আমর বিন দীনার ইমাম যুহরী (রহঃ)-কে বলেছেন, ইয়াযীদ বিন আসম একজন গ্রাম্য মানুষ সে আর কিইবা বুঝবে? আপনি কি তাকে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর সমপর্যায়ভুক্ত করছেন? ইয়াযীদ বিন আসম কখনোই জ্ঞান-গরীমায় ও হিফযে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সমপর্যায়ের হবেন না। তাই ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস এখানে প্রাধান্য পাবে।

এর উত্তর দিয়েছেন ইমাম ইবনু হাযম। তিনি বলেছেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-কে ইয়াযীদ-এর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এটা ঠিক আছে। কিন্তু এখানে সমস্যা একটু রয়ে গেছে সেটা হলো ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) ইয়াযীদ বিন আসম-এর চেয়ে বেশি ভাল হলেও এখানে তার হাদীস প্রাধান্য পাবে না কারণ কম বয়সী ছোট ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-কে আমরা উম্মুল মু’মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর চেয়ে উপযুক্ত বলতে পারছি না। এক্ষেত্রে ইয়াযীদ কর্তৃক মায়মূনাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসই সঠিক এবং ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস সন্দেহযুক্ত, এর কারণ হলো মায়মূনাহ্ (রাঃ) হলেন এর বাস্তবসাক্ষী আর ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) শুধুমাত্র বর্ণনাকারী। আবার মায়মূনাহ্ একজন পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলা অপরদিকে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বয়স তখন মাত্র ১০ বছর।

[উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ের কয়েকটি দিকঃ

১। এই ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে তিনি হলেন উম্মুল মু’মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ)। আর তিনি নিজেই বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করেছেন এমতাবস্থায় যে, তখন তিনি ছিলেন হালাল।

২। এ বিবাহের ঘটক ছিলেন আবূ রাফি‘ঈ; আর তিনি নিজেই বলছেন যে, আমি উভয়ের (মায়মূনাহ্ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহের মাঝে সমন্বয়কারী) ঘটক হিসেবে ছিলাম। আর আল্লাহর নাবী বিবাহ করেছেন এমন অবস্থায় তিনি ছিলেন হালাল।

৩। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর মতে মুহরিম বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বেই হাদী বা কুরবানীর জন্তুকে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আগেই হাদী পাঠিয়ে ছিলেন।

৪। এখানে মুহরিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যে মক্কায়, অর্থাৎ- হারাম এলাকায় প্রবেশ করল সেই মুহরিম। অর্থাৎ- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মূনাহ্ (রাঃ)-কে বিবাহ করেছেন এমন অবস্থায় তিনি হেরেমের সীমানার মধ্যে প্রবেশকারী। অর্থাৎ- তিনি মুহরিম অবস্থায় ছিলেন না।] (সম্পাদক)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57243

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন